প্রথম আলো
25 OCT 2013

স্কুল-কলেজের শিক্ষায় অগ্রগতি উচ্চশিক্ষায় অস্থিরতা

মোশতাক আহমেদ ●

নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী বর্তমান সরকারের আমলে শিক্ষাক্ষেত্রে বেশ খানিকটা অগ্রগতি হয়েছে। প্রায় ২৭ কোটি পাঠ্যবই বিনা মূল্যে এবং সময়মতো শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টি দেশে-বিদেশে সমাদৃত হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে, যদিও এর বাস্তবায়ন সেই অর্থে শুরু হয়নি। বিগত সরকারগুলোর সময়ে চালু করা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

শিক্ষায় এসব অগ্রগতির পাশাপাশি গত প্রায় পাঁচ বছর বড় কয়েকটি শিক্ষাঙ্গন অস্থির ছিল। নির্বাচনী ইশতেহারে শিক্ষাঙ্গনকে দলীয়করণমুক্ত ও সেশনজট থেকে রক্ষার কথা বলা হলেও তা সম্ভব হয়নি। শিক্ষকদের জন্য উচ্চতর বেতনকাঠামো, উচ্চশিক্ষা কমিশন গঠন, অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠন এবং শিক্ষা আইন প্রণয়নের বিষয়গুলো সিদ্ধান্ত পর্যায়ে গিয়ে আটকে আছে, বাকি শুধু আনুষ্ঠানিকতা। বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনা কমিটিতে দলীয় ব্যক্তিরাই দায়িত্ব পালন করছেন।

দেশের ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়ায় এসব বিদ্যালয়ে কর্মরত এক লাখ তিন হাজার ৮৪৫ জন শিক্ষকের ভাগ্য খুলেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলের পর এতসংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ হয়নি।

উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সংকট: মহাজোট সরকারের শেষ ভাগে এসে বড় কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় অস্থির হয়ে ওঠে। সংঘাত, সহিংসতা ও সংকটের দিক থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বেশ খানিকটা দূরে ছিল। জাহাঙ্গীরনগর, কুষ্টিয়ার ইসলামী, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুরের রোকেয়া, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়সহ কয়েকটিতে উপাচার্যবিরোধী আন্দোলনে শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ক্ষতির মুখে পড়ে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণয়ন করা হলেও এ ধরনের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নিম্নমানের শিক্ষা দিচ্ছে। নির্বাচনী ইশতেহারে সেশনজটমুক্ত শিক্ষাঙ্গনের অঙ্গীকার করা হলেও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলোতেই ১৩ লাখের মতো শিক্ষার্থী সেশনজটের শিকার।

নির্বাচনী ইশতেহারে শিক্ষাঙ্গনকে দলীয়করণমুক্ত করার অঙ্গীকার করা হলেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগে দলীয়করণ হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উপাচার্য, সহ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ করা হয়েছে দলীয় বিবেচনায়। সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে সার্চ

এরপর পৃষ্ঠা ২১ কলাম ৬

স্কুল-কলেজের শিক্ষায় অগ্রগতি

শেষ পৃষ্ঠার পর

কমিটির মাধ্যমে উপাচার্য নিয়োগের নিয়মটি বাদ দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

এই সরকারের আমলে কয়েক দফায় ২৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি ছাড়া বাকিগুলো পেয়েছেন ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা। দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা এখন ৭৭। সরকারের শেষ সময়ে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংসদে পাস করা হয়েছে। এ ছাড়া ৩১টি মাদ্রাসায় স্নাতক (সম্মান) চালু হয়েছে।

ছাত্রলীগ ছিল বেপরোয়া: বেশ কয়েকটি বড় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার-সমর্থক ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগের আচরণ ছিল বেপরোয়া। জোট সরকারের সময়ে ছাত্রদলের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে এই সরকারের আমলে ছাত্রলীগের বেপরোয়া কর্মকাণ্ডের পার্থক্য ছিল না। ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা খুনোখুনি, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, সংঘর্ষসহ একের পর এক অপ্রীতিকর ঘটনায় জড়িয়ে পড়েন। অভ্যন্তরীণ কোন্দলে অথবা সংঘর্ষে কমপক্ষে ১৫ জনকে হত্যার দায় পড়েছে ছাত্রলীগের ওপর। বিশ্বজিৎ হত্যাকাণ্ড নিয়ে ছাত্রলীগ কড়া সমালোচনায় পড়ে, তবে পুরোপুরি বা প্রশাসন খুনিদের ছাড় দেয়নি। সিলেটের এমসি কলেজ ছাত্রাবাস পুড়িয়ে দেওয়া, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সহপাঠীকে ছাদ থেকে ফেলে দেওয়া এবং জুবায়েরকে হত্যা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাবী ছাত্র আবু বকর সিদ্দিককে হত্যা, ঢাকা মেডিকেলে রাজীবকে হত্যা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ছাত্রলীগের সম্পৃক্ততা সরকারকে বেকায়দায় ফেলে।

পাবলিক পরীক্ষা: বর্তমান সরকারের সময়ে প্রাথমিকে শিক্ষা সমাপনী এবং অষ্টম শ্রেণীতে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা শুরু হয়েছে। খুদে শিক্ষার্থীরা পাবলিক পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে উৎসাহের সঙ্গে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় পাসের হার বেড়েছে। রাজনৈতিক সংকটের মধ্যে সময়মতো পাবলিক পরীক্ষা নেওয়া এবং ৬০ দিনের মধ্যে ফল প্রকাশের বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে। গত পৌনে পাঁচ বছরে কোচিং নিয়ন্ত্রণের নীতিমালা করা হলেও সেটি বাস্তবায়ন করতে পারেনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

এমডিজি অর্জনের দ্বারপ্রান্তে: জাতিসংঘের সহস্রাব্দ লক্ষ্য (এমডিজি) অনুযায়ী, প্রাথমিক স্তরে বিদ্যালয় গমনোপযোগী শতভাগ শিশুকে ভর্তির অঙ্গীকার প্রায় পূরণ হয়ে গেছে। বর্তমানে গমনোপযোগী ৯৯ দশমিক ৪৭ শতাংশ শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে। ২০১৪ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার ঘোষণা থাকলেও এই অঙ্গীকার পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা কম। তবে ঝরে পড়ার হার কমলেও এখনো তা প্রায় ২৯ শতাংশ। প্রাথমিক ও মাধ্যমিকে ভর্তির ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সমতা ফিরে আসার বিষয়টি ইতিবাচকভাবে দেখা হচ্ছে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, আগামী দুই বছরের মধ্যে উচ্চমাধ্যমিক স্তরেও ছেলে ও মেয়েদের সংখ্যা সমান হবে। আর পাঁচ বছরের মধ্যে উচ্চশিক্ষায় ছাত্র ও ছাত্রীদের সংখ্যা সমান হবে। এ জন্য সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের পাশাপাশি উপবৃত্তির কথা উল্লেখ করেন শিক্ষামন্ত্রী।

মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী, প্রাথমিক থেকে ডিগ্রি পর্যন্ত এখন এক কোটি ১৯ লাখ ছাত্রছাত্রী উপবৃত্তি পায়। এদের অধিকাংশই দরিদ্র ও মেধাবী। তিনি বলেন, এক হাজার কোটি টাকা দিয়ে চালু করা প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা তহবিল থেকে এ বছর এক লাখ ৩৩ হাজার ছাত্রীকে উপবৃত্তি দেওয়া হয়েছে। পর্যায়ক্রমে মেয়েদের পাশাপাশি ছেলেদেরও উপবৃত্তি দেওয়া হবে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী।

বদলি ও পদায়ন: শিক্ষক বদলি ও পদায়নে স্বচ্ছতা আসেনি। এ ক্ষেত্রে তদবির এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ উঠেছে। শিক্ষামন্ত্রী দুর্নীতির বিষয়ে 'জিরো টলারেন্স নীতি' ঘোষণা করে কাজ শুরু করলেও দুর্নীতি নির্মূল হয়নি। তবে তা সহনীয় হয়েছে বলে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করছেন। সরকারের শেষ ভাগে মন্ত্রণালয়ের শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির কিছু অভিযোগ উঠেছে।

বই, ভর্তি ও লটারি: চলতি বছর প্রায় ২৭ কোটি বই দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘ ১৭ বছর পর নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী পাঠ্যবই করা হয়েছে। তবে নতুন পাঠ্যবইয়ে থাকা ভুলত্রুটি সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

প্রথম শ্রেণীর ভর্তিতে লটারি, পরীক্ষায় সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি চালু করা ভালো উদ্যোগ বলে মনে করেন শিক্ষাবিদেরা। এই সরকারের আমলে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহারও চোখে পড়ার মতো। নিবন্ধন, ফরম পূরণ, ফল প্রকাশসহ পরীক্ষাসংশ্লিষ্ট প্রায় সব কর্মকাণ্ড হচ্ছে ওয়েবসাইটে বা মুঠোফোনে।

নুরুল ইসলাম নাহিদ *প্রথম আলোকে* বলেন, শিক্ষা নিয়ে নির্বাচনী ইশতেহারের প্রায় সব কটিই পূরণ হয়েছে। যেসব বিষয় এখনো পূরণ করা সম্ভব হয়নি, সেগুলো চলমান আছে। কারণ, শিক্ষানীতিসহ কিছু বিষয় দীর্ঘমেয়াদি। শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করা এখন বড় চ্যালেঞ্জ।